দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..22 JUN 2015...
পৃষ্ঠা ...২০.. কলাম ....১.....

কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণে আসছে বড় সংস্কার

■ নিজামুল হক

কারিগরি শিক্ষায় আনা হচ্ছে বড় সংস্কার। এ জন্য সব ধরনের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শাখায় জনবল বৃদ্ধির পাশাপাশি ট্রেড প্রতি ছাত্রছাত্রী ভর্তির সংখ্যাও বাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। প্রতি ট্রেডে এখন শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে ৫০ জন। বিদ্যমান নীতিমালায় এ সংখ্যা ২০ জন। এছাড়া মাধ্যমিক পর্যায়ের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বহ-সুপারের নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে ট্রেড প্রতি ন্যূনতম সংখ্যা হবে ২৫ জন। তবে এমপিওভুক্তিকালে গড় পরীক্ষার্থীর ৭০ শতাংশ পাস হতে হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (কারিগরি) অশোক কুমার বিশ্বাস বলেন, সর্বস্তরের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সকলের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। শিগগিরই এটি চূড়ান্ত করে জারি সম্ভব হবে।

কারিগরি শিক্ষায় সংস্কারের লক্ষ্যে এমপিওভুক্তি নীতিমালা ও জনবল কাঠামো সংশোধন করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত সংশোধিত নীতিমালায় জনবল বৃদ্ধির পাশাপাশি বেশ কিছু শর্তও দেয়া হয়েছে। আগে যেখানে ৫০ ভাগ পাস করলেও প্রতিষ্ঠানগুলো এমপিও পেত, এখন ৭০ ভাগ শিক্ষার্থী পাস করতে হবে।

কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও নীতিমালা সর্বশেষ সংশোধন হয় ২০১০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি। নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে আরো যুগোপযোগী করার উদ্যোগের অংশ হিসাবে সংশোধন পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণে

২০ পৃষ্ঠার পর

করা হচ্ছে নীতিমালা।

প্রস্তাবিত সংশোধিত নীতিমালা অনুযায়ী মাধ্যমিক কারিগরি ও ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটের বর্তমান জনবল ১৩ জন। প্রস্তাবিত কাঠামোয় একটি ট্রেডের জন্য ১৫টি, ২টি ট্রেডের জন্য ১৮টি, ৩টি ট্রেডের জন্য ২০টি এবং ৪টি বা এর চেয়ে বেশি ট্রেডের জন্য জনবল ২৮ এ উন্নীত করা হয়েছে।

দাখিল কারিগরি ও ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটের (নবম-দশম শ্রেণি) বর্তমানে জনবল ৭টি। প্রস্তাবিত কাঠামোয় একটি ট্রেডের জন্য ১৩টি, ২টি ট্রেডের জন্য ১৬টি, ৩টি ট্রেডের জন্য ১৯টি এবং ৪টি বা এর চেয়ে বেশি ট্রেডের জন্য জনবল ২৭ এ উন্নীত করা হয়েছে।

উচ্চ মাধ্যমিক কারিগরি ও ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটে (একাদশ-দ্বাদশ) বর্তমান পদ ১২টি। প্রস্তাবিত কাঠামোয় একটি স্পেশালাইজেশন এর জন্য ১৮টি, ২টি স্পেশালাইজেশন এর জন্য ২১টি, ৩টি স্পেশালাইজেশন এর জন্য ২৪টি এবং ৪টি বা এর চেয়ে বেশি স্পেশালাইজেশন এর জন্য জনবল ২৭ এ উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটে (একাদশ-দ্বাদশ) বর্তমান পদ ১৫টি। প্রস্তাবিত কাঠামোয় একটি স্পেশালাইজেশন এর জন্য ১৬টি, ২টি স্পেশালাইজেশন এর জন্য ১৬টি, ৩টি স্পেশালাইজেশন এর জন্য ২৪টি এবং ৪টি বা এর চেয়ে বেশি স্পেশালাইজেশন এর জন্য জনবল ২৭ এ উন্নীত করা হয়েছে।

কারিগরি ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটের বর্তমান পদ ১৯টি। প্রস্তাবিত কাঠামোয় একটি টেকনোলজির জন্য ১৮টি, ২টির জন্য ২১টি, ৩টির জন্য ২৬টি এবং ৪টি বা এর চেয়ে বেশি টেকনোলজির জন্য জনবল ২৯ এ উন্নীত করা হয়েছে। কৃষি ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটে বর্তমান পদ ১৯টি। প্রস্তাবিত কাঠামো এ পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রমে জনবলের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন আনা হয়নি। গতকাল, কারিগরি শিক্ষাবোর্ডে এ বিষয়ে একটি সেমিনারও অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের মতামত নেয়া হয়। এর আগে সাধারণ শিক্ষার বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর নীতিমালায় সংশোধনের প্রস্তাবনা তৈরি করা হয়। ওই প্রস্তাবনায় এমপিওভুক্তির জন্য বোর্ডের পরীক্ষায় (জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসিসহ সমমান) পাসের হার ৭০ শতাংশ এবং কলেজের জন্য পাসের হার ৬০ শতাংশ করা হয়।

সাধারণ শিক্ষার প্রস্তাবিত নীতিমালা অনুযায়ী মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয় এমপিওভুক্তির জন্য শহর এলাকায় ৬০ জন ও মফস্বল এলাকায় ৪০ জন পরীক্ষার্থী থাকতে হবে। বর্তমান নীতিমালায় থাকতে হয় যথাক্রমে ৫০ ও ৩০ জন। পাসের হার বর্তমানে ৫০ শতাংশ থাকতে হয়। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্যও প্রায় একই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

প্রতিটি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাতটি পদ বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। এই স্তরে বর্তমানে অনুমোদিত পদ আছে নয়টি। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এখন আছে ১৬টি। প্রস্তাব করা হয়েছে ২২টি পদ।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বাবর আলী বলেন, সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির জন্য প্রস্তাবিত খসড়া নীতিমালা দুটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। এরপর মন্ত্রণালয় সরকারি আদেশ জারি করবে।